তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৪

**সাংবাদিক কবির আহমেদ খানের বাবার মৃত্যুতে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)- এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বিএসএস)- এর সিনিয়র রিপোর্টার কবির আহমেদ খানের বাবা আব্দুল খালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুম আব্দুল খালেকের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, আব্দুল খালেক ৩ অক্টোবর রাতে রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২১২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৩

**অটিজম বিষয়ে সরকারের সক্রিয়তায় বিশ্বে বাংলাদেশ আজ প্রশংসিত  
 -- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বর্তমান সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিশ্বাস করে। কোনো রকমের সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে অটিজম ও এনডিডি ধারণাটির বহুল পরিচিতির পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে সমাজের বোঝা নয়, তাদেরকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে আমাদের উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া যায় এ ধারণাটি তৈরি করেছেন তিনিই। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ অটিজম বিষয়ে সারাবিশ্বে পরিচিত ও নেতৃত্ব দিচ্ছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ (নান্ড) এর উদ্বোধনের সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুকের সভাপতিত্বে এই সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ (নান্ড) এর প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর  ড. দিদারুল আলম।

মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, নান্ড যেন শুধু অটিস্টিক শিশুদের পরিচর্চায় সীমাবদ্ধ না থেকে সারা দেশের শিক্ষকদের অটিস্টিক শিশুদের পরিচর্চায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে অবদান রাখে তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, নান্ড যেন সেন্টার ফর রিসার্চ,  সেন্টার ফর কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট হিসেবে গড়ে উঠে সে দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

#

খায়ের/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫২

**বিএনপি’র মানববন্ধন জিয়াউর রহমানের অপকর্ম ঢাকার অপচেষ্টা**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি’র মানববন্ধন জিয়াউর রহমানের অপকর্ম ঢাকার অপচেষ্টার অংশ, অন্য কোনো কিছু নয়।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ সিনেমা এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-বিসিটিআই এর শিক্ষকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। এসময় জিয়াউর রহমান সম্পর্কে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিএনপি’র মানববন্ধন সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। বিসিটিআই শিক্ষকদের মধ্যে ম. হামিদ, গাজী রাকায়েত, পঙ্কজ পালিত, সাজ্জাদ জহির, শামীম আকতার, জাহিদুল রহিম অঞ্জন, ফরিদুর রহমান ও কেরামত আলী সভায় অংশ নেন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর খুনিরা হত্যাকাণ্ডের পরপরই ১৯৭৫-৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বিদেশে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ক্যাপ্টেন মাজেদ ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার আগেও জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে স্পষ্ট বলে গিয়েছেন। আরো অনেক দলিল-দস্তাবেজ প্রমাণ করছে যে জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল। জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানিদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন, সেগুলো নানা তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে আসে। এগুলো উপস্থাপনের জন্য আমি গণমাধ্যমকে ধন্যবাদ জানাই।’

‘জিয়াউর রহমান যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের পুনর্বাসিত করেছিলেন, সেগুলো যখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের (বিএনপি’র) গাত্রদাহ হচ্ছে এবং একারণেই বিএনপি অফিসের সামনে জিয়াউর রহমানের এই অপকর্ম ঢাকার জন্য তাদের মানববন্ধন’ বলেন মন্ত্রী।

বিএনপি’র স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের মন্তব্য ‘আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্র নষ্ট করছে’ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করছে বিএনপি। জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত চেতনাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন, স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃত বিরুদ্ধাচারীদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। যখন দেশে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা চলছিল, তখন পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের ডেপুটি লিডার হিসেবে জাতিসংঘে গিয়ে যে শাহ আজিজুর রহমান বলেছিলেন যে, দেশে কোনো মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে না, কিছু ভারতীয় চর গন্ডগোল করছে এবং কোনো গণহত্যা হচ্ছে না, তাকে তিনি প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন।’

ড. হাছান আরো বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আরো একধাপ এগিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচারণকারী, স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও গণহত্যায় অংশ নেয়া জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। সুতরাং গয়েশ্বর বাবু কী অবস্থায় কথা বলেছেন সেটিই প্রশ্ন।’

**করোনায় আওয়ামী লীগের প্রায় সাড়ে ৫শ’ নেতাকর্মীর মৃত্যু, আক্রান্ত হাজার হাজার**

**-তথ্যমন্ত্রী**

গককাল শনিবার অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, করোনার মধ্যে এই প্রথম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে সংগঠনকে গতিশীল করার জন্য এবং যেসমস্ত জায়গায় সম্মেলন হয়েছে, সেখানকার কমিটিগুলোকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য এবং যেখানে কোনো সম্মেলন হয় নাই, সেখানে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সাংগঠনিক সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদকদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তার সাথে প্রেসিডিয়াম মেম্বারদেরকেও বিভাগীয় পর্যায়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

করোনাকালে যখন মানুষ আতঙ্কিত, অনেকে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বসে ছিল না, প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় নেতাকর্মীরা মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষকে সহায়তা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, সেকারণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রায় সাড়ে ৫শ’ নেতাকর্মী এই করোনাভারাইসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী আক্রান্ত হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্য ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। অন্য কোনো দলের ক্ষেত্রে এটি হয়নি। কারণ অন্য কোন দল আওয়ামী লীগের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েনি। সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১ কোটি ২৫ লাখ মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। করোনাকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যেভাবে পাশে ছিল, যতদিন করোনা থাকবে, ততদিন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জনগণের পাশে থাকবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই নির্দেশনা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে এবং ১২ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকায় পরিচয় গোপন করে আওয়ামী লীগের ঢুকে পড়া সুযোগ সন্ধানী এবং অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোনো পর্যায়েই হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জানান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান।

**চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়নে ১ হাজার কোটি টাকার ঋণ তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত**

তথ্যমন্ত্রী এসময় জানান, বন্ধ হয়ে যাওয়া সিনেমা হলগুলো চালু করা, চালু সিনেমা হল সংস্কার এবং নতুন সিনেমা হল তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সরকারের পক্ষ থেকে স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ১ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে সিনেমা শিল্পে একটা বিরাট ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, অনেকগুলো বন্ধ সিনেমা হল চালু হবে, চালু সিনেমা হলগুলো সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হবে, গ্রাম-গঞ্জের অনেক সিনেমা হল চালু হবে, আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে আর প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিসিটিআই প্রতিষ্ঠা ও নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সিনেমা এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫১

**আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২০ উপলক্ষে পূজামণ্ডপসমূহের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে একটি ভার্চুয়াল (On Line) সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তসমূহ হলো : পূজামণ্ডপে প্রবেশের সময় কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে হবে, হাত ধোয়া ও স্যানিটাইজার, মাস্ক বাধ্যতামূলক করতে হবে। সভায় পূজামণ্ডপ সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণ মোবাইল ডিউটিতে থাকবে; পূজামণ্ডপে জনসমাগম কমানোর জন্য অঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠান টিভি চ্যানেলে লাইভ প্রচারের জন্য পূজা উদ্‌যাপন কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এছাড়া প্রতিমা বিসর্জনকালে কোনো শোভাযাত্রা করা যাবে না বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করে অনুষ্ঠান করতে হবে; জনসমাগম সীমিতকরণসহ অন্য নির্দেশনাবলী মিডিয়ায় প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় সহযোগিতা করবে বলে সভায় জানানো হয়। করোনার সেকেন্ড ওয়েভ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; পূজামণ্ডপ ব্যবস্থাপনায় পূজা কমিটি দায়িত্ব নিবেন; উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় পূজামণ্ডপ কমিটি ৯৯৯ সেবা নিতে পারবেন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোবাইল টিম হিসেবে কাজ করবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ শহিদুজ্জামান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব   
মোঃ নূরুল ইসলাম, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার, সেনা সদরের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপির মহাপরিচালক, বিজিবির মহাপরিচালক, র‌্যাবের মহাপরিচালক, এনএসআইয়ের মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

শরীফ/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫০

**কাজুবাদাম ও কফি চাষে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া হবে**

**---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

কাজুবাদাম, কফিসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, কফি, কাজুবাদামসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদে ও প্রক্রিয়াজাতে কৃষক ও উদ্যোক্তাসহ যারা এগিয়ে আসবেন তাদেরকে উন্নত জাতের চারা সরবরাহ, উৎপাদনে পরামর্শ, কারিগরি ও প্রযুক্তিসহ  সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

মন্ত্রী আজ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে নীলফামারীতে অবস্থিত ‘জ্যাকপট কাজুবাদাম ইন্ড্রাস্ট্রির’ প্রসেসিং ইউনিট-২ এর উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কাজুবাদাম অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে কাজুবাদাম চাষের ও উৎপাদনের সম্ভাবনা অনেক। বিশেষ করে, পার্বত্য এলাকা ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে কাজুবাদাম, কফি আবাদের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে বিদেশে রপ্তানির জন্যও রয়েছে প্রচুর সুযোগ। আন্তর্জাতিক বাজারে এসব ফসলের চাহিদা অনেক বেশি। এ সময় তিনি কৃষক ও শিক্ষিত তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে বাণিজ্যিকভিত্তিতে কাজুবাদাম, কফিসহ অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **ড. মোঃ আবদুল মুঈদ,** নীলফামারীর জেলা প্রশাসক মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী, পুলিশ সুপার মোঃ মোখলেছুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক ড. মেহেদী মাসুদ, জ্যাকপট কাজুবাদাম ইন্ড্রাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান প্রামাণিক, জ্যাকপট কাজুবাদাম ইন্ড্রাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইবনুল আরিফুজ্জামান, চ্যানেল ২৪ টিভির সিনিয়র রিপোর্টার ফায়জুল সিদ্দিকী, দৈনিক অবজারভারের চিফ রিপোর্টার মোহসিনুল করিম লেবু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৯

**শহরের সকল সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হবে**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

গ্রামের মানুষকে অবহেলিত রেখে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়, তাই গ্রামে শহরের সকল সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আমার গ্রাম, আমার শহর : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রথম সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ উদ্যোগ গ্রহণের বিশেষ অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরে রূপান্তর করা হবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, গ্রামে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এর গুণগতমান এবং টেকসই নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, আট বিভাগের আটটি গ্রাম এবং সাতটি বিশেষ অঞ্চলের সাতটি গ্রামসহ মোট ১৫টি গ্রামকে আমার গ্রাম, আমার শহরের উদ্যোগের আওতায় আনতে প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এর সিনিয়র সচিব, সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৮

**হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বঙ্গবন্ধু কর্নারে বই প্রদান করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন তাঁর লেখা ৭টি বই প্রদান করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজের লেখা এই বইগুলোর মধ্যে রয়েছে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমগ্র, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ (উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ), বাংলাদেশের স্বাধীনতা-প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা-বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাবনা ও আমাদের কূটনীতি, Bangladesh Marching Forward এবং টেকসই উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা-বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক এ এইচ এম তৌহিদ-উল আহসানের নিকট আজ সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বইগুলো হস্তান্তর করেন। সম্প্রতি মুজিব বর্ষ উপলক্ষে এ বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

#

তৌহিদুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৭

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর):

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ হাজার ৮৫৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ১২৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৬৯০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ২৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৩৪৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৮১ হাজার ৬৫৬ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৬

**কোভিডে বাংলাদেশ এখন অনেক নিরাপদ**

**- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, কোভিডে আক্রান্ত বিবেচনায় বাংলাদেশের মৃত্যুহার বিশ্বের সবচেয়ে কম দেশের কাতারেই রয়েছে। আক্রান্ত ও মৃত্যুতে বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বা ইউরোপ ও আমেরিকার থেকে অনেক ভালো অবস্থায় আছে। কোভিডে বাংলাদেশ এখন অনেকটাই নিরাপদ। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঠিক দিক নির্দেশনা ও দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই।

আজ রাজধানীর শিশু হাসপাতালে ‘জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন-২০২০’ এর উদ্বোধনকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের প্রতিটি সুস্থ শিশুই আগামী দিনের উজ্জ্বল বাংলাদেশের কান্ডারি হবে। আজকের শিশুকে টিকা দিলে সেই সন্তান ভবিষ্যতের সুস্থ ও মেধাবী সন্তান হবে। একটি রোগাক্রান্ত সন্তান একটি পরিবারের জন্য অনেক কষ্টের কারণ। তাই দেশে একটি শিশুও যেন রোগাক্রান্ত হয়ে না জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করছে তা আমাদের সকলকে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি এলাকার মায়েদের টিকাদান কেন্দ্রে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

দুই সপ্তাহব্যাপী টিকাদান ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশের ৬ মাস থেকে ১ বছরের কম বয়সী প্রায় ২৭ লক্ষ শিশুকে নীল রঙের ১টি করে ভিটামিন এ ক্যাপসুল এবং ১ বছর থেকে ৫ বছর বয়সী প্রায় ১ কোটি ৯৩ লক্ষ শিশুকে লাল রঙের ১টি করে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার স্থায়ী ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম, জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি প্রফেসর শহীদুল্লাহ।

#

মাইদুল/পরীক্ষিৎ/কামাল/আসমা/২০২০/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৫

**সিলেট-লন্ডন রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

সিলেট-লন্ডন রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। আজ সকালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ফ্লাইটের উদ্বোধন করেন। সপ্তাহের প্রতি বুধবার এই ফ্লাইট পরিচালিত হবে। প্রথম ফ্লাইটটি আজ সকাল ১১.১৫ মিনিটে ২৩২ জন যাত্রী নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেন, আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট শুরু হয়েছে। এই সরাসরি ফ্লাইট সিলেটবাসী ও যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার। সরাসরি বিমান যোগাযোগের ফলে দেশপ্রেমিক প্রবাসীদের সাথে দেশের যোগাযোগ আরও দৃঢ়, সহজ ও আরামদায়ক হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে এখন আরও আধুনিক। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় জাতীয় পতাকাবাহী এই প্রতিষ্ঠানের বিমানবহরে যুক্ত হয়েছে বোয়িং ৭৮৭ ড্রিম লাইনার, ৭৭৭ ও ৭৩৭ মডেলের বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ১২ টি  উড়োজাহাজ। এই ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আমরা কানাডা কর্মাসিয়াল কর্পোরেশন থেকে হতে স্বল্প পাল্লার ৩ টি নতুন ড্যাশ-৮ কিউ ৪০০ ক্রয় করেছি। অচিরেই এই বিমানগুলো আমাদের বহরে সংযুক্ত হবে।

মাহবুব আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আর্ন্তজাতিক এবং অভ্যন্তরী অপারেশন এর পরিধি এবং ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। নতুন গন্তব্য সংযোজন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন শহরে, যেকোনো সংখ্যক বিমান চলাচল করতে পারবে। ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অগ্রগতি।

তিনি আরো বলেন, সরকার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বমানের একটি এয়ারলাইন্স হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুমাত্রিক নেতৃত্বে বিমানের যাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সাজ্জাদুল হাসান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোকাব্বির হোসেন, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুদ উদ্দিন আহমেদ প্রমূখ।

#

তানভীর/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৩৩0ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৪৪

**কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশ করার অঙ্গীকারে প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরার অভিনন্দন**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

             জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে ২০৪১ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বিশ্বব্যাপী নারীর সমতা, ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি অর্জনে মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

আজ তথ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

  প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ অক্টোবর সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করবেন। দিবসটির প্রতিপাদ্য শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মুজিবর্ষে প্রকাশিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক ২৫টি শিশু গ্রন্থমালা, শিশুদের আঁকা নির্বাচিত ছবি নিয়ে ‘আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব’ ও শিশুদের নির্বাচিত লেখা নিয়ে ‘আমরা লিখেছি ১০০ মুজিব’ বইয়ের মোড়ক উম্মোচন করবেন।

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিশুদের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করে থাকে।  ৬ অক্টোবর ‘আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার’’ প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন করা হবে।

 শিশু দিবসের অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার  ও অনালইনে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে পোস্টার, ফেস্টুন-ব্যানার স্থাপন, ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সকল জেলা এবং উপজেলায় বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন ও ড. মহিউদ্দীন আহমেদ এবং প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৩

**বিশ্ব বসতি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব বসতি দিবসউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫ অক্টোবর ২০২০ জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব বসতি দিবসপালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Housing For All: A Better Urban Future’ তথা ‘সবার জন্য আবাসন: ভবিষ্যতের উন্নত নগর’। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের আবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম ক্রমাগতভাবে দূর করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে নাগরিকদের আবাসন সমস্য দূরীকরণে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকার সবার জন্য আবাসন নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সবার জন্য পরিকল্পিত আবাসনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের উন্নত নগরায়ন নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সরকার এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের নাগরিকদের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে নগর আবাসন নিশ্চিত করতে অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের জেলা শহরের পাশাপাশি বিভিন্ন উপজেলায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্লট ও ফ্ল্যাট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কোনো নাগরিকের যাতে বস্তিতে বসবাস করতে না হয় সেজন্য সরকার বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ করছে। বস্তিবাসীদের জন্য ১৬ হাজারের বেশি ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ইতোমধ্যে আবাসন খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় এবং সুপরিকল্পিত নগরায়নের জন্য ‘জাতীয় আবাসন নীতি-২০১৭’ এবং ‘হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন-২০১৮’ প্রণয়ন করা হয়েছে। গৃহায়ন নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন, ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-১১’ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ‘আমার গ্রাম, আমার শহর’ কর্মসূচি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রামে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন, গ্রামে পাকা সড়ক নির্মাণ, রেল সংযোগ বৃদ্ধি, ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং, কৃষি ও আবাসনের জমির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে শহরগুলোতে মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুতকরণসহ বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০০৭ সাল থেকে বিশ্বে অর্ধেকেরও বেশী মানুষ নগরে বাস করে যা ২০৫০ সালে বেড়ে দুই তৃতীয়াংশে পরিণত হবে। তাই শহরে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির ব্যবহারে ও ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরিবর্তন আনতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নগর পরিকল্পনার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ নজর দিয়ে আবাসন সমস্যা সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করতে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবার জন্য টেকসই আবাসন নিশ্চিত করতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় আরো উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪২

**বিশ্ব বসতি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Housing for all: A better urban future’ তথা ‘সবার জন্য আবাসন: ভবিষ্যতের উন্নত নগর’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। এর সাথে মানুষের রুচি, সংস্কৃতি, আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থানসহ নানা উপাদান জড়িত থাকে। তাই আবাসন মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে মানানসই, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গ্রামকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নগর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার প্রত্যেক গ্রামে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ‘বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১): রূপকল্প ২০২১’ এ আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবেশ, মৌলিক পরিষেবা এবং নগরায়নের স্থানিক মাত্রা মোকাবিলার মাধ্যমে আবাসনের যোগান নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবাসনখাতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উন্নততর নগরায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে বিপুল সংখ্যক মানুষ বস্তিসহ অপরিকল্পিত ও অনানুষ্ঠানিক জনবসতিতে বসবাস করে থাকে। এ বিপুল জনগোষ্ঠী বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধার বাইরে থাকে। আমি আশা করি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য আবাসন নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৪১

**বিশ্ব শিশু** **দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবারের প্রতিপাদ্য : ‘শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, একদিন তারাই দেশের নেতৃত্ব দিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ‘শিশু আইন’ প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ।

বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি। আমরা শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, শিশু আইন ২০১৩ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছি। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি। পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা ও ভাতা প্রদান, পথশিশুদের পুনর্বাসনসহ তাদের জীবনমান উন্নত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। শিশুর শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে স্কুল টিফিন, শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। পাশাপাশি, বর্তমান সরকার হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং চা-বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

আমরা দেশের সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে কাজ করে যাচ্ছি। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও অধিকার বাস্তবায়নে এবং শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণ ও নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ শীর্ষক করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে বিশ্ব বর্তমানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। শিশুরাও এই পরিস্থিতিতে নিরাপদ নয়। আমাদের সরকার এই মহামারি মোকাবিলায় সব দিক থেকে তৎপর রয়েছে। আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসহ সকল সচেতন নাগরিককে শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, দেশের শিশুদের আগামী নেতৃত্বের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হব।

আমি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০’-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/কুতুব/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪০

**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০’ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনন্য উচ্চতায়। এ জন্য তাদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা স্নেহ-মমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনের বিশ্বে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্ব হয়ে উঠবে সুন্দর ও শান্তিময়। বিশ্ব শিশু দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য ‘শিশুর সাথে শিশুর তরে, বিশ্ব গড়ি নতুন করে’ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও বিনোদনের বিকল্প নেই। এগুলো শিশুর অধিকার। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ এ সনদে অনুস্বাক্ষরকারী অন্যতম একটি দেশ। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর পাশাপাশি প্রণয়ন করা হয়েছে ‘জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০’, ‘জাতীয় শিশু নীতি – ২০১১’ও ‘শিশু আইন-২০১৩’। এসব কর্মসূচি ও নীতিমালা শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২০ সালের সূচনালগ্ন থেকে কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্ব এক কঠিন দুর্যোগ মোকাবিলা করছে। শিশুরাও এই দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। আমাদের স্বপ্ন শিশুর বাসযোগ্য বিশ্ব বিনির্মাণ। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটাতে হবে। আমি আশা করি শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস ২০২০ উদযাপনে গৃহীত কর্মসূচি শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু স্নেহমমতা ও নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠুক - বিশ্ব শিশু দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা